بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

**প্রেস বিজ্ঞপ্তি**
**২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২**

# আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে ভার্চুয়াল সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করলো লাজনা ইমাইল্লাহ্ জার্মানির সদস্যাবৃন্দ

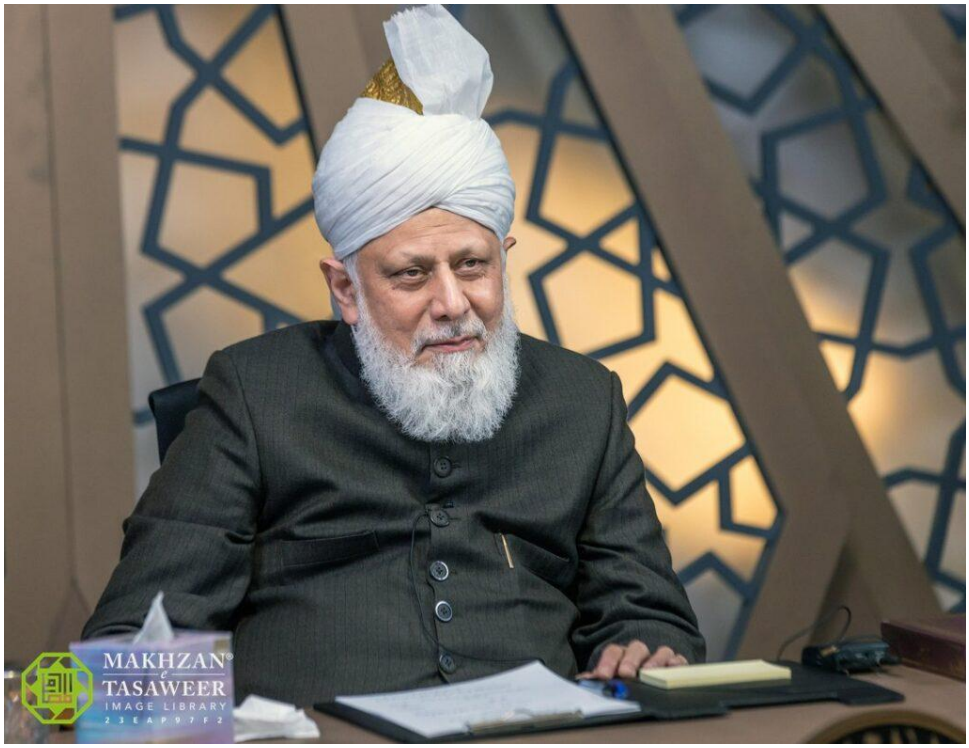


**"সবার সাথে হাসি মুখে কথা বলুন।" – হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)**

২০ ফেব্রুয়ারি ২০২২, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) লাজনা ইমাইল্লাহ জার্মানির সদস্যাবৃন্দের সাথে এক ভার্চুয়াল (অনলাইন) সভার আয়োজন করেন।

হুযূর আকদাস টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে এমটিএ ইন্টারন্যাশনাল স্টুডিও থেকে এ সভার সভাপতিত্ব করেন, আর ২৫০-এর অধিক লাজনা সদস্যা ফ্রাঙ্কফুর্টের বায়তুস সুবূহ্ মসজিদ থেকে সভায় সংযুক্ত হন।

পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত দিয়ে সভার সূচনা হয় এবং লাজনা ইমাইল্লাহ্র সদস্যাবৃন্দ তাদের ধর্মবিশ্বাস ও সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ে হুযূর আকদাসের নিকট প্রশ্ন করে দিকনির্দেশনা চাওয়ার সুযোগ লাভ করেন।

একজন অংশগ্রহণকারী হুযূর আকদাসের কাছে জানতে চান নিজেদের মনে **ইস**লামের কোন শিক্ষা সম্পর্কে উদিত প্রশ্নের **বিষয়ে** মুসলমানদের কী করা উচিত।

হুযূর আকদাস বলেন যে, নিজ ধর্মের শিক্ষা সম্পর্কে কারো মনে প্রশ্ন জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক। এই পরিপ্রেক্ষিতে, হুযূর আকদাস উল্লেখ করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের দ্বিতীয় খলীফা কীভাবে তাঁর বাল্যকালে মহান আল্লাহ্ তা'লা ও ইসলাম নিয়ে নিজ বিশ্বাসকে প্রশ্ন করেন, উত্তর খোঁজেন এবং তা করার মাধ্যমে তিনি ইসলাম ও আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পক্ষে সন্তোষজনক যুক্তি লাভ করেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

**“জিজ্ঞাসু মনে ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কিত প্রশ্নের উদয় হবে। তবে, কারো কেবল অভিযোগের স্বার্থে আপত্তি উত্থাপন করা উচিত নয়। বরং, মুসলেহ্ মওউদ (রা.) [আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের দ্বিতীয় খলীফা] বলেন যে, তিনি প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেন এবং বলতেন যে, তিনি প্রশ্নের উত্তর খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত সেটিতে লেগে থাকবেন। সুতরাং, আপনাদের উচিত উত্তর খুঁজে পাওয়ার জন্য তৃষ্ণার্ত থাকা। আপনি যদি একদিনে উত্তর খুঁজে না পান, পরবর্তী দিন পুনরায় চেষ্টা করুন। অন্যদেরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করুন এবং বইপুস্তক পড়ুন। আল্লাহ্ তা’লার অনুগ্রহে আহমদীয়া মুসলিম জামা’তে ধর্মীয় সাহিত্যের এক বিশাল ভান্ডার রয়েছে।”**

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরও বলেন:

**“আপনার উচিত হবে ধর্মীয় জ্ঞানে সমৃদ্ধ কাউকে জিজ্ঞেস করা যেমন, কোনো মোবাল্লেগ কিংবা কোনো বিদুষী নারী। আপনি যদি কোনো উত্তর না পান তাহলে আমাকে এ সম্পর্কে লিখতে পারেন। সত্য ধর্ম হলো সেটিই, যা আপনি বুঝতে পারেন। কেবল তখনই একজন মানুষ তার ধর্মের শিক্ষা অনুযায়ী প্রকৃতপক্ষে জীবনযাপন করতে পারবেন। সাধারণভাবে আপনি যদি একটি ধর্মে বিশ্বাস করেন কেবল আপনার পিতা-মাতা তা অনুসরণ করে বলে, তাহলে এর কোনো মূল্য নেই যতক্ষণ না আপনি বুঝতে পারেন আহমদীয়াত কী...সুতরাং জিজ্ঞাসু মনে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগ্রত হয় এবং জাগ্রত হওয়া উচিত। যাইহোক, আপনার একগুঁয়ে আচরণের মাধ্যমে প্রশ্ন গুলো সেখানেই ফেলা রাখা উচিত হবে না, বরং আপনার উত্তর খুঁজে বের করার প্রতি মনোনিবেশ করতে হবে এবং আপনার প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার পূর্বে গবেষণা চালিয়ে যাওয়া হতে নিবৃত্ত হবেন না।”**

অপর একজন অংশগ্রহণকারী হুযূর আকদাসকে জিজ্ঞেস করেন যে, কীভবে একজন মানুষ কীভাবে নিজের মাঝে বিনয় সৃষ্টি করতে পারেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

**“প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্তের নামাযে দোয়া করুন যেন মহান আল্লাহ্ তা’লা আপনাকে অহংকারী হওয়া থেকে রক্ষা করেন কারণ আল্লাহ্ অহংকার পছন্দ করেন না। মানুষের সঙ্গে দেখা হলে আপনার উচিত উন্নত নৈতিক গুণাবলি প্রদর্শন**

**করা, সকলকে 'সালাম' প্রদান করুন এবং হাসিমুখে প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলুন ... আপনাকে উপলব্ধি করতে হবে যে, আপনি একজন আহমদী মুসলমান, আপনাদের ইসলামের শিক্ষা অনুসারে চলতে হবে এবং অবশ্যই মহান আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে।"**

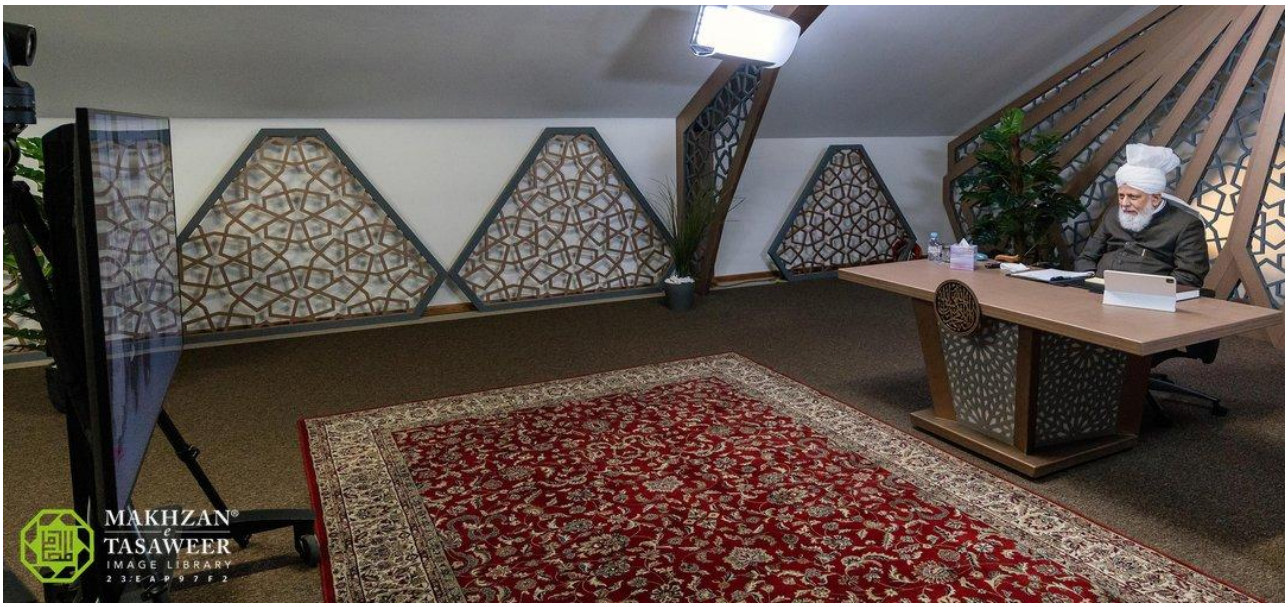


অপর একজন নারী হুযূর আকদাসকে প্রশ্ন করেন স্কুলের বইসমুহে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ব্যঙ্গচিত্র থাকলে তাদের কীভাবে এর প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করা উচিত।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

**"আপনাদের শিক্ষকদেরকে আপনার বলা উচিত যে, স্কুল ও সমাজে সত্যিকার শান্তি কখনোই বজায় থাকতে পারে না যদি তারা অন্যান্য ধর্মের নেতা, প্রবর্তক ও নবীদের বিরুদ্ধে কথা বলেন ... আমরা যদি পৃথিবীতে শান্তি বজায় রাখতে চাই তাহলে আমাদের পরস্পরের অনুভূতির প্রতি যত্নশীল হতে হবে। কেউ যদি অপরের পিতা-মাতার সাথে আপত্তিকর আচরণ করে, তাহলে তাদের মাঝে লড়াই বেধে যায়। হযরত মুহাম্মদ (সা.) আমাদের কাছে আমাদের পিতা-মাতার চেয়েও প্রিয় হওয়া উচিত! সুতরাং তাদেরকে বলুন যে, আমরাও ঈসা (আ.) ও মূসা (আ.) এবং অন্য সকল নবীগণের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ রাখি এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) আমাদেরকে এ শিক্ষাই দিয়েছেন যেন মানুষে মানুষে পারস্পরিক শান্তি ও ভালবাসা থাকে। তাদেরকে আপনার বলে দেওয়া উচিত যে, যদি তারা [মহানবী (সা.) এর প্রতি] অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন, তবে তা আপনাদের মনকে গভীরভাবে বিক্ষত ও মর্মপীড়িত করবে।"**